১৭ জুলাই ২০১৩

জনাব হাসানুল হক ইনু
মাননীয় মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সূত্র:স্মারক নং তম/তমদ/বিবিধ-১০/২০১৩/২১৪৪; তারিখ:১০ জুলাই ২০১৩

বিষয়ঃ অধিকার প্রকাশিত 'হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সমাবেশ এবং মানবাধিকার লংঘন' শীর্ষক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনএর কপি প্রেরণের অনুরোধ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

অধিকার এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা।

গত ১০ জুলাই ২০১৩ আপনার একান্ত সচিব মোহাম্মদ শহীদুল হক ভূঁঞার স্বাক্ষরিত একটি পত্র আমরা পেয়েছি। পত্রে গত ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলাম বাংলাদেশ-এর সমাবেশে সরকার কর্তৃক মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার ওপর *অধিকার*-এর তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনসহ *অধিকার* এর চলমান অনুসন্ধানের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে সংগৃহীত নিহত ৬১ জনের নাম, পিতা-মাতার নাম ও ঠিকানাসহ পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে, ৫ মে'র দিবাগত রাতে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, ঐ রাতের অভিযানে অনেক লোক নিহত হয়েছেন। মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* গত ৬ মে ২০১৩ থেকে এই ঘটনার ব্যাপারে সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান শুরু করে। ধারাবাহিক তথ্যানুসন্ধানের প্রাথমিক অবস্থায় এ ঘটনায় নিহত ৬১ জনের তালিকা সংগ্রহ করে এবং ১০ জুন ২০১৩ প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যদিও আপনার অফিস থেকে পাঠানো চিঠিতে *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে ২০ জুন ২০১৩, যা সঠিক নয়।

এটি আশাব্যঞ্জক যে আপনার অফিস থেকে পাঠানো পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, "হেফাজতের সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা নিয়ে যে বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে, তা আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা ও ঘটনা জনগণের কাছে প্রকাশে সরকার আন্তরিক"। এই পরিপ্রেক্ষিতে সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরী হবে যদি সরকার কোন

তালিকা করে থাকে এবং আমরা পরস্পরের সঙ্গে তালিকা মিলিয়ে দেখতে পারি। সরকার আন্তরিক হলে *অধিকার* সব রকম সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী।

তবে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত যে ৫ মে দিবাগত রাতে বিপুল সংখ্যক আইন শৃংখলা বাহিনীর সদস্য মতিঝিলের শাপলা চত্বর এলাকায় বিদ্যুত সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে ঘুমন্ত মানুষের ওপর গুলি, সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে অনাকাংখিত ও অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। সে রাতে মানুষকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে তার ভিডিও ও ছবি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয়েছে এবং এখনও সেইসব প্রচারিত হচ্ছে। তাছাড়া *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধানেও এর সত্যতা পাওয়া গেছে। সরকার মানবাধিকার লংঘনের এই ঘটনার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও বলে আসছে যে, ৫ মে দিবাগত রাতে কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। গত ৮ মে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার বেনজীর আহমেদ এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, "রাজধানীর শাপলা চত্বরে হেফাজত কর্মীদের সরিয়ে দিতে যে অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল সেখানে কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। এই অভিযানে কোন মরণঘাতি অস্ত্রও ব্যবহার করা হয়নি" (সূত্র: নিউ এজ, ০৯/০৫/২০১৩)।

জাতীয় সংসদেও সরকারদলীয় নেতৃস্থানীয় সংসদ সদস্যরা বলেছেন, হেফাজতের সমাবেশে কোন প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। গত ১৯ জুন জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "৫ মে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মীদের ওপর কোনো গুলিবর্ষণ করা হয়নি বরং হেফাজতের কর্মীরা লাল রঙ লাগিয়ে মৃতের অভিনয় করেছে। হেফাজতের কর্মীরা গায়ে লাল রঙ মেখে রাস্তায় শুয়ে ছিল। পরে পুলিশ আসলে তারা ভয়ে দৌড়ে পালায়" (সূত্র: নিউজইভেন্ট২৪.কম, ১৯/০৬/২০১৩)। ২৬ জুন আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলির সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম জাতীয় সংসদে বলেন "হেফাজতের সমাবেশে কোন গুলি হয়নি। কোনো হত্যাকাণ্ড হয়নি। যদি বিরোধীদল একজন নিহত হয়েছে এমন প্রমাণ দিতে পারে, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব" (সূত্র: প্রথম আলো, ২৭/০৬/২০১৩)।

উল্লেখযোগ্য যে, সরকার নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলি চালিয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও বিধিবিধানের মানদন্ডে অপরাধী বলে অভিযুক্ত। তারপরেও সেই রাতে কিছুই ঘটেনি বা কোন প্রাণহানি হয়নি দাবি করার মধ্যে দিয়ে এটাই সরকার প্রমাণ করছে যে, সরকার তাদের দায় অস্বীকার করতে চায় এবং এই ঘটনার কোন সুষ্ঠু তদন্ত করতে আগ্রহী নয়। মানবাধিকার লংঘনের ব্যাপারে সরকারের এই আচরণ অত্যন্ত গুরুতর একটি বিষয়। যেখানে সরকার নিজেই এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অভিযুক্ত এবং কোন প্রাণহানি হয়নি বলে বক্তব্য দিচ্ছে সেই পরিস্থিতিতে এই ঘটনা সর্ম্পকে অনুসন্ধান ও নিহতের প্রকৃত সংখ্যা জনগণকে জানানোর বিষয়ে সরকার আন্তরিক নয় বলেই প্রতীয়মান হয়।

হত্যাকাণ্ডের ভয়াবহতা ও পরবর্তী দমনপীড়নের কারণে নিহতদের পরিবারের সদস্যরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। গত ৫ মে'র ঘটনায় অন্তত: ১,৩৩,৫০০ জন অজ্ঞাত ব্যক্তিকে আসামী করে ২৩টি মামলা দায়ের

করেছে সরকার। ভিকটিম পরিবারগুলোর আশংকা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সরকার হয়রানী করতে পারে এবং এই কারণে তাঁরা জনসমক্ষে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন।

উল্লেখ্য যে, ভিকটিম ও সাক্ষীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার কোন আইন বাংলাদেশে নাই। মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে ভিকটিমদের নিরাপত্তা বিধান আমাদের কর্তব্য। সুতরাং ভিকটিমদের পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে দায়িত্বশীল মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে আমরা আপনাকে নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি:

১. নিহতদের তালিকা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে যেসব মানবাধিকার সংগঠন কাজ করছে তাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করা।
২. তথ্য প্রদানকারী, ভিকটিম/তাঁদের পরিবার এবং সাক্ষীদের জন্য সুরক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়া ও সে ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. এই তথ্য প্রদানকারী, ভিকটিম/তাঁদের পরিবার এবং সাক্ষীদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটবে না সেই ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়া।

অধিকার অবশ্যই সেই কাঙ্খিত কমিশনের কাছে প্রাসঙ্গিক সমস্ত তথ্য সরবরাহ ও সহযোগিতা করবে। *অধিকার* তার তথ্যানুসন্ধান রিপোর্টসহ নিহতদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সেই নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশনের কাছে হস্তান্তর করবে। ওপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর ব্যাপারে নিশ্চয়তা বিধান ছাড়া নিহতদের নাম, ঠিকানাসহ পূর্ণাঙ্গ তালিকা সরবরাহ করা দেশে ও আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকার লংঘনে সহায়তা বলে বিবেচিত হবে। মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে আমাদের পক্ষে এই দায় নেয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা আমাদের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনটি আপনার অবগতির জন্য পাঠাচ্ছি।

ধন্যবাদ।

আপনার বিশ্বস্ত,

এএসএম নাসির উদ্দিন এলান
পরিচালক
অধিকার

সংযুক্তি: হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এর সমাবেশ এবং মানবাধিকার লংঘন শীর্ষক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন।